গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয়শাখা
www.gsb.gov.bd

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের নভেম্বর/২০২০ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	**ড. মহঃ শের আলী** **মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)**
তারিখ	:	**২৩ নভেম্বর, ২০২০**
সময়	:	**সকাল ১০:০০ ঘটিকা**
স্থান	:	**সভাকক্ষ**
উপস্থিত সদস্য	:	**পরিশিষ্ট-ক**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। অতঃপর সভাপতি পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) কে কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরুর অনুরোধ করেন।

সভার আলোচ্য সূচিসমূহ:

(১) বিগত ২০-১০-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।

(২) বিগত ২০-১০-২০২০ তারিখের সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও নতুন বিষয়াদির পর্যালোচনা।

মহাপরিচালক পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিয়ে কোন সদস্যের দ্বিমত না থাকায় কার্যবিবরণী নিশ্চিত করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বিগত মাসের সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত		
১।	অধিদপ্তরের কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সকল শাখা হতে ডিপিপি প্রণয়ন করে জমা দেবার সিদ্ধান্ত পূর্বেই গৃহীত হয়। শাখা হতে স্বতন্ত্র ডিপিপি প্রণয়ন ছাড়াও জিএসবির প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্প যাচাই বাছাই এর জন্য ২টি ভিন্ন কমিটি রয়েছে। বর্তমানে প্রকল্প যাচাই বাছাই ও প্রকল্প প্রণয়নের জন্য ২টি পৃথক কমিটি না রেখে প্রকল্প যাচাই বাছাই ও পরীবীক্ষণ সংক্রান্ত ১টি কমিটি গঠণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ক) শাখা প্রধানদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্প যাচাই বাছাই ও পরীবীক্ষণ কমিটি গঠন করতে হবে। পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা সংশ্লিষ্ট কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা
২।	অন্যান্য অধিদপ্তরে কর্মরত জিএসবির জনবল সংক্রান্ত আলোচনায় মহাপরিচালক বলেন, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোতে সংযুক্ত ২ জন কর্মকর্তাকে বর্তমানে ফেরত আনা এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হলে সেখানে সংযুক্ত জনবল ফেরত আনার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে যেগাযোগ করতে হবে। জনাব মো: কামরুল আহসান, উপ-পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে (বিইআরসি) সংযুক্ত উর্দ্ধতন পরীক্ষাগার সহকারী, জনাব মো: নুরুল ইসলামকে জিএসবিতে পুনরায় সংযুক্ত করার বিষয়ে বহুবার চিঠি দেয়া হয়েছে কিন্তু কোন ফল হয় নাই। জনাব মো: নুরুল ইসলামকে বিইআরসিতে আত্তীকরণের ব্যবস্থা করে জিএসবির পদটিকে শূণ্য ঘোষণা করার জন্য মহাপরিচালক বিইআরসির সচিব বরাবর পত্র প্রেরণের পরামর্শ দেন। এ প্রেক্ষিতে জনাব নুরুন নাহার ফারুকা, উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, নগর ও প্রকৌশল ভূতত্ত্ব শাখার উর্দ্ধতন পরীক্ষাগার সহকারী পিআরএল এ যাওয়ায় নতুন জনবলের চাহিদা দেয়া হয় কিন্তু জনবলের ঘাটতি থাকায় অদ্যাবধি কাউকে সংযুক্ত করা হয়নি। এতে করে পরীক্ষাগারের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। অতঃপর উপ-পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) জনাব মো: কামরুল আহসান জানান যে, জিএসবির পরীক্ষাগার এবং যন্ত্রপাতির সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সে মোতাবেক পদ সংখ্যা বাড়েনি। নতুন পদ সৃজন ও আপগ্রেডেশন সংক্রান্ত কাজটি দ্রুত সম্পন্ন হলে এ জটিলতা কমানো সম্ভব হবে। এছাড়া ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ায় জনবল সংকট আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মকর্তাদের শাখা পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনায় জনাব মো: নুরুদ্দিন সরকার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ২টি শাখার শাখাপ্রধান পিআরএল এ	ক) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোতে সংযুক্ত জনবল ফেরত আনার জন্য মন্ত্রণালয়ে ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে সংযুক্ত জনবল সেখানে আত্তীকরণের ব্যবস্থা করে জিএসবির পদটিকে শূণ্য ঘোষণা করার জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের সচিব বরাবর চিঠি দিতে হবে। খ) নতুন পদ সৃজন ও আপগ্রেডেশন সংক্রান্ত কাজটি সম্পন্ন করার মাধ্যমে জনবল সংকট নিরসনের ব্যবস্থা করতে হবে। গ) মহাপরিচালক পরিচালকগণের সাথে পৃথক সভায় ২টি শাখার শাখাপ্রধান এবং কর্মকর্তাদের শাখা পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা করবেন।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, অপারেশন ও সমন্বয় শাখাসহ সকল শাখা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	যাওয়ায় নতুন ২ জন কর্মকর্তাকে শাখা প্রধানের দায়িত্ব দিতে হবে। এছাড়াও, সকল শাখায় জনবল পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন রয়েছে।		
৩।	বহিরঙ্গণ কর্মসূচির কার্যক্রমের উপর তৈরী খসড়া নীতিমালার উপর পরিচালক ও উপ-পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সামনে উপস্থাপনা সম্পন্ন করার পরে বর্তমানে মহাপরিচালক খসড়া নীতিমালার একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাট তৈরীতে তার মতামত সংযুক্ত করবেন। এ প্রেক্ষিতে জনাব আসমা হক, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, সহকারী পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সামনে খসড়া নীতিমালা উপস্থাপনা ও এ সংক্রান্ত ১টি ওয়ার্কশপের আয়োজন করার কথা ছিল। মহাপরিচালক জানান, তার মতামত সংযুক্ত করার পরে তিনি কমিটির সাথে আলোচনা করে পরবর্তীতে উপস্থাপনা ও এ সংক্রান্ত ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে।	ক) খসড়া নীতিমালার একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাট তৈরীতে মহাপরিচালক তার মতামত সংযুক্ত করবেন। অতঃপর খসড়া নীতিমালা উপস্থাপনা ও এ সংক্রান্ত ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে।	বহিরঙ্গন নীতিমালা কমিটি
৪।	বিগত ৫ বছরের অসম্পন্ন প্রতিবেদন জমা দেয়ার বিষয়ে মহাপরিচালক, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখা প্রধান ও পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ পাটওয়ারীকে অসম্পন্ন প্রতিবেদন সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য তৈরি এবং প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখার শাখা প্রধান জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) কে জমাকৃত প্রতিবেদনগুলো হতে পর্যায়ক্রমে সেমিনারের মাধ্যমে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেন। উপস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিবেদন জমাদানের সর্বশেষতম থেকে প্রাচীনতম প্রতিবেদন, এই প্রবণতা অনুসরণ করা যেতে পারে। জনাব আব্দুল বাকী খান মজলিশ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, একটি দল বহিরঙ্গণে যাওয়ার পূর্বে এবং বহিরঙ্গণ পরবর্তী ২টি উপস্থাপনা করেন এবং প্রাপ্ত মতামত/ পরামর্শ সন্নিবেশ করে পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদন জমা হয়। এক্ষেত্রে মহাপরিচালক প্রতিসপ্তাহে বহিরঙ্গণ পূর্ববর্তী, বহিরঙ্গণ পরবর্তী ও পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদনের উপর উপস্থাপনা আয়োজন করার জন্য প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখার শাখা প্রধানকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা হতে বিগত ৫ বছরের অসম্পন্ন প্রতিবেদন জমা সংক্রান্ত হালনাগাদ তালিকা তৈরি করবে। খ) প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা হতে পর্যায়ক্রমে প্রতি সপ্তাহে বহিরঙ্গণ পূর্ববর্তী, বহিরঙ্গণ পরবর্তী ও পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদনের উপর উপস্থাপনার আয়োজন করা হবে। গ) জমা দেয়া প্রতিবেদনগুলো হতে পর্যায়ক্রমে সেমিনারের মাধ্যমে উপস্থাপন ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।	প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা এবং সংশ্লিষ্ট শাখাপ্রধানগণ/ দলপ্রধানগণ
৫।	২০২০-২১ অর্থবছরের বহিরঙ্গন কর্মসূচি সংক্রান্ত আলোচনাকালে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখা প্রধান জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ পাটওয়ারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, বর্তমানে অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় জরিপ শাখা এবং পরিবেশ ভূতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ এ্যাসেসমেন্ট শাখা হতে ২টি দল বর্তমানে বহিরঙ্গণে অবস্থান করছে। অপারেশন ও সমন্বয় শাখার শাখা প্রধান জনাব মঈন উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বহিরঙ্গণে পরিদর্শণের বিষয়ে মহাপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং মহাপরিচালক বহিরঙ্গণ কার্যক্রম পরিদর্শণের বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেন। দিনাজপুর জেলার হাকিমপুরে প্রাপ্ত লৌহ আকরিকের প্রতিবেদন তৈরির বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ নুরুল হক, উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, তাদের প্রতিবেদন তৈরির কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। তারা আগামি ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এ সংক্রান্ত উপস্থাপনা করতে পারবে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।	ক) পরিকল্পনা অনুযায়ী বহিরঙ্গন কর্মসূচি সম্পন্ন করা হবে। মহাপরিচালক যে কোন বহিরঙ্গণ কার্যক্রম পরিদর্শণ করবেন। খ) আগামি জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে দিনাজপুর জেলার হাকিমপুরে প্রাপ্ত লৌহ আকরিকের প্রতিবেদনের উপর উপস্থাপন করা হবে।	সকল শাখা খ) অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স অ্যাসেসমেন্ট শাখা
৬।	বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা ও ফরিদপুর শহর এলাকায় চলমান Geo-information for Urban Planning and Adaptation to Climate Change, Bangladesh (GeoUPAC) প্রকল্প সংক্রান্ত আলোচনায় প্রকল্প পরিচালক অনুপস্থিত থাকায় জনাব নুরুন নাহার ফারুকা, উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, প্রকল্পটির আওতায় কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলছে। এছাড়াও বর্তমানে প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত এলাকায় বহিরঙ্গণ কার্যক্রমের প্রস্তুতিমূলক কাজ চলছে।	ক) পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ চলমান থাকবে।	GeoUPAC প্রকল্প
	প্রশাসনিক আলোচনা		
১।	জিএসবি'র ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনায় উপ-পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) জনাব মো: কামরুল আহসান জানান, আগামি ৩০ নভেম্বর নিয়োগ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যহত হওয়ায় জনবল সংকট বৃদ্ধি পেয়েছে। মামলার কারণে মন্ত্রণালয় হতে নিয়োগের ছাড়পত্র নেবার বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ নুরুল হক, উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, যে সকল পদের বিপরীতে মামলা আছে সে পদগুলো ব্যতীত অন্যান্য পদের জন্য ছাড়পত্র নেয়া যেতে পারে। জনাব মঈন উদ্দিন আহম্মেদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও শাখা প্রধান, অপারেশন ও সমন্বয় শাখা জানান, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নিয়োগ সংক্রান্ত মামলাটি প্রত্যাহারের বিষয়ে বিবাদি পক্ষের সাথে আলোচনা হয়েছে। তিনি এ সংক্রান্ত কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য জনাব মোহাম্মদ নুরুল হক, উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও জনাব মো: মিজানুর রহমান, উপ-	ক) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির যে সকল পদে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা আছে সেগুলো বাদ দিয়ে অন্যান্য পদে নিয়োগের ছাড়পত্রের জন্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিতে হবে। খ) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নিয়োগ সংক্রান্ত মামলাটি প্রত্যাহারের বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ নুরুল হক, উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও জনাব মো: মিজানুর রহমান, উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব) সহায়তা করবেন।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা এবং জনাব মোহাম্মদ নুরুল হক, উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও জনাব মো: মিজানুর রহমান, উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	পরিচালক (ভূতত্ত্ব) এর নাম প্রস্তাব করেন।		
২।	ভূ-বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং গাড়ি TO&E ভুক্তি সংক্রান্ত আলোচনায় উপ-পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) জনাব মো: কামরুল আহসান সভাকে জানান, ভূ-বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি TO&E ভুক্তির তালিকা বর্তমানে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে এবং গাড়ি TO&E ভুক্তির তালিকা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। TO&E ভুক্তির তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন থাকায় তিনি এ বিষয়ে মহাপরিচালকের প্রত্যক্ষ সহযোগীতা কামনা করেন। TO&E ভুক্তির বিষয়ে মহাপরিচালকের গাড়ি TO&E ভুক্তির বিষয়ে মহাপরিচালক জানান, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে এনাম কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখিত গাড়ির তালিকার সাথে বর্তমান তালিকার যে পরিবর্তন রয়েছে তার পক্ষাবলম্বী কাগজসহ যোগাযোগ করতে হবে।	ক) গাড়ি TO&E ভুক্তির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এনাম কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখিত গাড়ির তালিকার পরিবর্তন পক্ষাবলম্বী কাগজসহ যোগাযোগ করতে হবে।	ক) অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
৩।	মুজিব বর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি তাদের কর্মকান্ডকে গতিশীল রাখার জন্য জিএসবিতে মুজিব কর্নার স্থাপনের পাশাপাশি বেশ কিছু কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। মুজিব কর্নার স্থাপনের উপ-কমিটির সভাপতি জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, মুজিব কর্নার স্থাপনের স্থান নির্বাচনের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত উপ-কমিটি কর্নারের ডিজাইন ও ব্যয় সম্পর্কিত খোঁজ নেন। তিনি মুজিব কর্নারের অবকাঠামো তৈরি করতে আনুমানিক যে অর্থের প্রয়োজন হবে সভায় উল্লেখ করেন এবং মহাপরিচালকের কাছে অর্থ ব্যয়ের দিক নির্দেশনা চান। মহাপরিচালক এ কাজের জন্য হিসাব উপ-শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনাপূর্বক কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) মুজিব কর্নার স্থাপনের জন্য অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে হিসাব উপ-শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট কমিটি ও উপ-কমিটি
৪।	এপিএর ৫০ জন ঘন্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখার শাখা প্রধান জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, গত ১ মাসে আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আওতায় অফিস সহকারি, উচ্চমান সহকারী, সহকারী ও অধীক্ষকগণের নথি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও এপিএ সংক্রান্ত সেমিনার সম্পন্ন হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় আরো কিছু প্রশিক্ষণ আয়োজনের কাজ চলছে। আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার ও ইনোভেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও, বিয়াম ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে কক্সবাজার জেলায় কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ২টি ব্যাচের মাধ্যমে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ আয়োজনের প্রস্তাবটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কারিগরী প্রশিক্ষণের বিষয়ে জনাব আব্দুল বাকী খান মজলিশ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, জিএসবিতে বর্তমানে নতুন যে সকল ভূ-বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এসেছে সেগুলো সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য জুনিয়র কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাপরিচালকের প্রশ্নের জবাবে জনাব সালমা আক্তার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, এই ধরনের কারিগরী প্রশিক্ষণের সুযোগ দেশে নাই কিন্তু ভারতে এ সুযোগ পাওয়া যাবে। অতঃপর জনাব নাসিমা বেগম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, জিএসবির সাথে চীন ও ভারতের MoU আছে। জিএসবি এ ধরনের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণার্থির তালিকা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট দুতাবসের মাধ্যমে যোগাযোগ করলে পরের বছরের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন সম্ভব হবে।	ক) সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণসহ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। খ) প্রতিটি শাখার প্রয়োজন মোতাবেক শাখা থেকে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করতে হবে এবং দেশে যে সমস্ত কারিগরী প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব পর্যায়ক্রমে সে সকল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। গ) চীন ও ভারতে আধুনিক ভূ-বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের বিষয়ে যোগাযোগ করা হবে এবং এ প্রশিক্ষণের জন্য নবীন কর্মকর্তাদের মনোনয়ন দিতে হবে।	প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা
৫।	মহাপরিচালক মহোদয় Geological Heritage হিসাবে ঘোষিত সিলেট জেলার গোয়াইনঘাটের জমির অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যাবলীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি জনাব আব্দুল বাকী খান মজলিশ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, প্রথমে সিলেটের জেলা প্রশাসক (ডিসি) কর্তৃক চার ধারা নোটিশ জারির প্রেক্ষিতে মালিক পক্ষের আপত্তি খারিজ এবং পরে সাত ধারা নোটিশ জারির প্রেক্ষিতে পুনরায় মালিক পক্ষের আপত্তি ডিসি খারিজ করেন। মালিক পক্ষ পুনরায় আপিল না করলে জমির মূল্য প্রাক্কলন করে ডিসি অফিস থেকে জিএসবিকে অবহিত করা হবে। কমিটির সভাপতি এ বিষয়ে মহাপরিচালকের সহযোগীতার বিষয়টি উল্লেখ করলে মহাপরিচালক জানান, তিনি সিলেটের ডিসির সাথে ফোনে যোগাযোগ করবেন।	ক) ডিসি অফিস থেকে Geological Heritage হিসাবে ঘোষিত জমির মূল্য প্রাক্কলন করা হলে সে মোতাবেক জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করা হবে।	সংশ্লিষ্ট কমিটি
৬।	বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনাকালে উপ-পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) জনাব মো: কামরুল আহসান জানান, নিরাপত্তা কর্মীরা থার্মালগানের ব্যবহার বিধি না জানায় সবার তাপমাত্রা পরীক্ষার নির্দেশনা সত্ত্বেও থার্মালগানের ব্যবহার	ক) আরো ১টি থার্মালগান কেনার ব্যবস্থা করতে হবে। সবাই যেন থার্মালগান ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহায়তা	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। মহাপরিচালক মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার ও যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মানার বিষয়ে পুনরায় আলোকপাত করেন। জনাব নিজামউদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (ভূপদার্থ) জানান, অফিসের ১টি লিফট অকেজো থাকার কারণে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিকে শুধুমাত্র ১টি লিফটের মাধ্যমে উঠা নামা করতে হচ্ছে। বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে যা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি লিফটটি কিভাবে দ্রুত সারানো যায় তার পদক্ষেপ নিতে বলেন।	করেন সে বিষয়ে নোটিশ জারি করতে হবে। খ) দ্রুত লিফট সারানোর ব্যবস্থা করতে হবে।	
৭।	অফিসে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতির বিষয়ে ভিজিলেন্স কমিটির সভাপতি জনাব মো: নুরুদ্দিন সরকার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, বর্তমানে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ভিজিলেন্স কমিটি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সময় অনুযায়ী আসা যাওয়া মনিটর করছে। কমিটির অপর সদস্য জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, অনিয়মিত উপস্থিতির জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এতে করে কর্মকর্তা/কর্মচারিরা সচেতন হবেন। জনাব নিজামউদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (ভূপদার্থ) পুরো অফিস ভিজিট এবং মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে গেটে বসার কথা উল্লেখ করে বলেন, মাঝে মাঝে এ কার্যক্রমগুলো অব্যাহত রাখলে কর্মকর্তা/কর্মচারিরা অফিসে উপস্থিতির বিষয়ে সচেতন হবে এবং অত্যন্ত ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে।	ক) ভিজিলেন্স কমিটির সদস্যগণ প্রতি সপ্তাহে অন্তত পক্ষে ১ দিন সকালে ও বিকালে গেটে বসবেন এবং আগামি সভার আগে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিতির প্রতিবেদন মহাপরিচালক বরাবর দাখিল করবেন।	ভিজিলেন্স কমিটি
৮।	জিএটিসির জন্য একটি কফি ভেন্ডিং মেশিন ক্রয়ের বিষয়ে উল্লেখ করে প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখার শাখা প্রধান জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, শাখার প্রয়োজনে একটি কফি ভেন্ডিং মেশিন ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হলে প্রশিক্ষণ ও সেমিনার চলাকালীন সময় ও অর্থের অপচয় তুলনামূলকভাবে কমানো অনেক সম্ভব হবে। মহাপরিচাল এ বিষয়ে তার সম্মতি প্রদান করে এবং ক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু করতে বলেন।	ক) প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখার জন্য একটি কফি ভেন্ডিং মেশিন ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।	প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা ও অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
৯।	ভূপদার্থিক তথ্য বিশ্লেষণ ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ শাখার শাখা প্রধান জনাব খন্দকার আবুল হাসান মোহাম্মদ সাইফুর রহমান, পরিচালক (ভূপদার্থ) বলেন, জয়পুরহাট জেলায় অবস্থিত জিএসবির বারুদ গুদামে রক্ষিত অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলোর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় সবগুলো অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র দ্রুত রিফিল/প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। মহাপরিচালক বারুদ গুদামে রক্ষিত বিস্ফোরক নিয়ে কাজ করার বিষয়ে সর্বোচ্চ সচেতনতা অবলম্বনের পরামর্শ প্রদান করেন।	ক) জয়পুরহাট জেলায় অবস্থিত জিএসবির বারুদ গুদামে রক্ষিত অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলোর দ্রুত রিফিল/ প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

/১২/২০২০

(ড. মহঃ শের আলী)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

তারিখ ১৭.১২.২০২০ খ্রি.।

নং-২৮.০৫.০০০০.০০৪.০১.০৪৪.১৮/ ২৫১১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:-

১। সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সভাপতি, আইসিটি ও ওয়েব টিম (জিএসবি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ), জিএসবি, ঢাকা।
৩। শাখা প্রধান/প্রকল্প পরিচালক/সেল প্রধান ----------জিএসবি, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জিএসবি, ঢাকা।

/১২/২০২০

(মঈনউদ্দিন আহম্মেদ)
পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়)